গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন-২, মিরপুর-১২১৬
www.dpe.gov.bd

বিষয়: সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০২২ শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক মূল্যায়ন পদ্ধতি।

সূত্র: ১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ৩৮.০০.০০০০.০০৮.৯৯.০০২.২০.৩১০, তারিখ: ৩১/১০/২০২২খ্রি:
২) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পত্র নং ৩৮.০১.০০০০.৪০০.৯৯.০১১.২১.৪০৩/১(৮৫), তারিখ: ০১/১১/২০২২খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও ১নং সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২ শিক্ষাবর্ষের ৩য় প্রান্তিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলী অনুসরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো:

১. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় প্রান্তিকে (চূড়ান্ত) বার্ষিক মূল্যায়ন ০৬-১৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

২. ৩য় প্রান্তিকে প্রতি শ্রেণিতে প্রতি বিষয়ে সর্বোচ্চ ৬০ নম্বরের মধ্যে বার্ষিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে।

৩. বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়শিক্ষকের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে এ মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে।

৪. প্রশ্নপত্র প্রণয়নে জ্ঞানমূলক, অনুধাবন, প্রয়োগমূলক, শিখনক্ষেত্র বিবেচনায় নিতে হবে।

৫. মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য শিক্ষার্থী বা অভিভাবকগণের নিকট থেকে কোনো মূল্যায়ন ফি গ্রহণ করা যাবে না।

৬. বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের বোর্ড-এ প্রশ্নপত্র লিখে মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। কোনো শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে সেক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র হাতে লিখে ফটোকপি করা যেতে পারে। প্রশ্নপত্র ফটোকপির প্রয়োজন হলে বিদ্যালয়ের আনুসাঙ্গিক খাত থেকে ব্যয় করা যাবে।

৭. কোনো অবস্থাতেই প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন গ্রহণ করা যাবে না।

৮. চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাদা কাগজ বাড়ী থেকে নিয়ে আসার জন্য পূর্বেই শিক্ষার্থীকে অবহিত করতে হবে।

৯. প্রত্যেকটি বিষয়ে শ্রেণি পরীক্ষাসমূহের প্রাপ্ত নম্বর এবং চূড়ান্ত প্রান্তিকের প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে ২০২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে।

এমতাবস্থায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রেরিত ছক ও নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২২ সালের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন অগ্রগতির কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মনীষ চাকমা
পরিচালক (পসিলি ও অপারেশন)